যুগান্তর

তারিখ 08 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

কাজী ফারুক আহমেদ

সাক্ষরতা দিবস : আমরা কতটা এগে

আজ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। ১৯৬৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তেহরানে বিভিন্ন দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলন থেকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী ১৯৬৬ সাল থেকে দেশে দেশে দিনটি পালিত হয়ে আসছে। 'অতীতকে জানব, আগামীকে গড়ব' এ প্রতিপাদ্যে আমাদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সাক্ষরতা দিবসে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এর উদ্বোধন করবেন। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সভায় ইউনেস্কো মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভার বার্তা পাঠ করা হবে। দিনভর কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে র‍্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী।

সাক্ষরতার সংজ্ঞায় বিবর্তন

সাক্ষর শব্দের আভিধানিক অর্থ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। এখন সাধারণ অর্থে সাক্ষর বলতে পড়া, লেখা ও হিসাব করায় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে মনে করা হয়। সাক্ষর ব্যক্তি যেন মাতৃভাষায় সহজে লেখা পড়তে ও বুঝতে পারে, মনের ভাব শুদ্ধ ভাষায় বলতে ও লিখতে পারে। দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ করতে ও লিখে রাখতে পারে। বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে সাক্ষর ও সাক্ষরতার সংজ্ঞায় নানা পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশে 'সাক্ষরতা' শব্দের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ১৯০১ সালে আদম শুমারির সরকারি প্রতিবেদনে। তবে সাক্ষরতার সংজ্ঞা সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে বিবর্তিত হয়েছে। ১৯০১ সালে তা ছিল মাতৃভাষার নাম স্বাক্ষর করতে পারার ক্ষমতা। ১৯৫১ সালে স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে লেখা যে কোনো বাক্য পড়তে পারার ক্ষমতা। ১৯৬১ সালে যে বুঝে কোনো ভাষা পড়তে পারত, সে-ই ছিল সাক্ষর। ১৯৭৪-এ যে কোনো ভাষা পড়তে এবং লিখতে সক্ষম ব্যক্তিকে সাক্ষর হিসেবে গণ্য করা হতো। ১৯৮১ সালে কোনো ভাষায় চিঠি লিখতে পারার ক্ষমতা থাকলে তাকে সাক্ষর বলা হতো। ১৯৮৯ সালে তা হয় মাতৃভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারা, মৌখিক ও লিখিতভাবে তা ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন হিসাব করার এবং লিপিবদ্ধ করে রাখার ক্ষমতালাভ। বর্তমানে সাক্ষরতার পরিধি শুধু মাতৃভাষা চর্চা ও হিসাব-নিকাশ আয়ত্ত করার মধ্যে সীমিত নেই। কম্পিউটার সাক্ষরতা, আর্থিক সাক্ষরতা, সাংস্কৃতিক সাক্ষরতার মতো বিভিন্ন নাগরিক প্রসঙ্গ সর্বোপরি উন্নত জীবনের জন্য অপরিহার্য মানসম্মত দক্ষতা অর্জন, দেশাত্মবোধ, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ তৈরির সোপান হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। একই সঙ্গে সাধারণভাবে সব দেশে সব সমাজে ক্রমেই এ বোধ বিস্তৃত হয়েছে ও হচ্ছে যে, সাক্ষর মানুষ লক্ষ্যহীন, কর্মহীন, অসামাজিক, অমানবিক হতে পারে না।

সাক্ষরতা, মানব অধিকার ও উন্নয়ন

জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণায় (১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮) ২৬নং ধারায় শিক্ষা বিষয়ে বলা হয়েছে : ক. প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সবার জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে : ক. রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; খ. সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য ; গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সাক্ষরতার হার ও লক্ষ্য অর্জনের কথা

সাক্ষরতার হার নিয়ে দেশ-বিদেশের তথ্যে গরমিল আছে। ওয়ার্ল্ড ফেসবুক ২০১৫-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬১.৫ শতাংশ। ভারতে ৭১.২, পাকিস্তানে ৫৮.২, থাইল্যান্ডে ৯৬, মালয়েশিয়ায় ৯৪.৫, জাপানে ৯৯, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৯৯, সিঙ্গাপুরে ৯৬.১ শতাংশ। ৬ সেপ্টেম্বর আমাদের একটি বার্তা সংস্থা ইউনেস্কোর প্রকাশিতব্য ২০১৬ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টে উল্লেখ করে যে তথ্য প্রকাশ করেছে তা নিয়েও সবাই হয়তো এক মত হতে পারবে না। বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ২০৫৫ সালে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করতে পারবে। আর ২০৭৫ সালে পারবে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনে। সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোতে যেখানে ৬ শতাংশ বয়স্ক ব্যক্তি সাক্ষরতা কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত, বাংলাদেশে সে হার ১ শতাংশেরও কম।

বিপুল জনগোষ্ঠীর নিরক্ষরতা দূর করে তাদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে ২০০৯ সালের শেষ

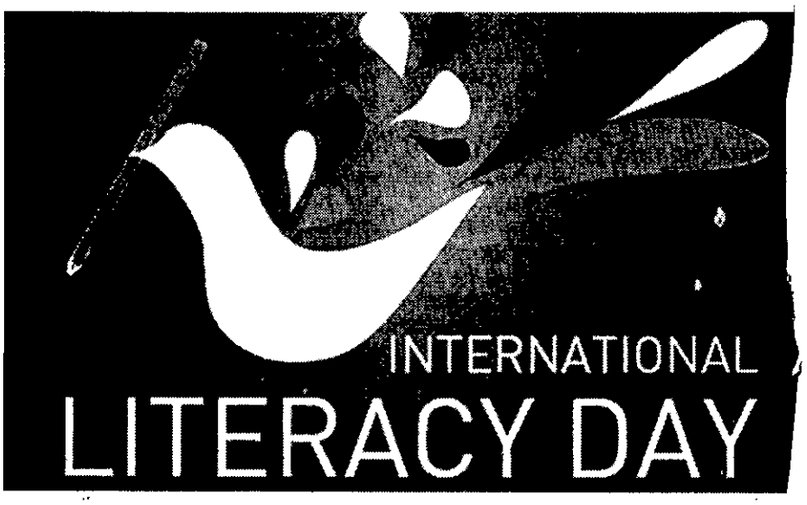

দিকে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প গ্রহণ করে। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর পর ২০১৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের অনুমোদন পায়। এরপরই সম্পূর্ণ সরকারের অর্থায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলার ২৫০টি উপজেলার ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষর করাসহ জীবনমুখী শিক্ষা দেয়া হবে। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরুর লক্ষ্য নিয়ে এখন পুরোদমে প্রস্তুতি চলছে। তবে হাতে যে সময় আছে তাতে সব প্রস্তুতি শেষ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ২০১৮ সালের জুন মাসে এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা।

জীবনের জন্য শিক্ষা ও কুদরাত-এ-খুদা রিপোর্ট

সবার জন্য শিক্ষা শিরোনামে ইউনেস্কো ২০০৩ সাল থেকে প্রতি বছর শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করে আসছে; যা সবার জন্য শিক্ষা : গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট নামে পরিচিত। এর মধ্যে ২০০৬ সালে প্রকাশিত রিপোর্টটি ছিল সাক্ষরতার ওপর। 'জীবনের জন্য শিক্ষা' ছিল প্রধান উপজীব্য। এতে বলা হয়, সাক্ষরতা একটি অধিকার এবং সব শিক্ষার ভিত্তি। সাক্ষরতা মানুষকে জীবনযাপনের জ্ঞান ও কৌশল শেখায়। সমাজে অধিকতর সক্রিয় অংশগ্রহণে অভ্যস্ত করে। আজকের জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে সাক্ষরতায় দক্ষতা আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে গুরুত্ববহ।

আমি অনুপ্রাণিত বোধ করি যখন দেখতে পাই, ১৯৭৫ সালেই কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে : 'নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলা, কৃ এবং শিল্পক্ষেত্রে উন্নততর কলাকৌশল পদ্ধতি শিক্ষাদানে মধ্যেই... সীমাবদ্ধ নয়। সঙ্গে সঙ্গে... বোঝাতে হ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বক্তব্য কী এবং কেন আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীব এগুলোর প্রতিষ্ঠা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত সুপরিকল্পি গণশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই বাংলাদেশের মানুষের জীব সুখ-সমৃদ্ধি আনয়ন সম্ভব।'

রাশেদা কে চৌধুরী পরিচালিত গণসাক্ষরতা অভিযান সহযোগী এডুকেশন ওয়াচ বর্তমান বছর ২০১৬ সা বাংলাদেশে শিক্ষা ও সাক্ষরতার ব্যবহার, জীবন দক্ষ অর্জন এবং আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বি সংস্থা, বিশেষজ্ঞ দল এবং গবেষণাকর্মী, শিক্ষক প্রতি আঞ্চলিক ও তৃণমূল পর্যায়ে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে।

সবার জন্য শিক্ষা : গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০১৫

ইউনেস্কো থেকে প্রকাশিত 'সবার জন্য শিক্ষা : গ্লো মনিটরিং রিপোর্ট ২০১৫'-এর মুখবন্ধে বিশ্ব সংস্থ মহাপরিচালক, ইরিনা বোকোভা ২০১৫ সালের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ১.৬ মিলিয়ন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে উল্লেখ করে বলেন : 'সারা এখনও ৫ কোটি ৮০ লাখ শিশু স্কুলের বাইরে। প্রায় কোটি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে না। অতি ও সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর ওপর অস্বাভাবিক বে চাপে শিক্ষাক্ষেত্রে অসমতা বেড়ে গেছে। বিশ্বের সব ধনী পরিবারের শিশুদের তুলনায় অতি দরিদ্র পরিব শিশুদের স্কুলে না যাওয়ার সম্ভাবনা চারগুণ বেশি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করার সম্ভাবনা পাঁচগুণ এক্ষেত্রে সংঘাত একটি প্রধান অন্তরায়, যেখানে সব বেশি সংখ্যক শিশু সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে বাস করে এবং সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সর্বোপরি প্রাথমিক স্তরে মানসম্পন্ন শিক্ষার কারণে লাখ লাখ শিশু মৌলিক অর্জন না করেই স্কুল ত্যাগ করছে। উপরন্তু, শিক্ষা আর্থিক সংস্থানও অপ্রতুল। অনেক সরকার শিক্ষাক্ষে বাড়িয়েছে, কিছু কিছু সরকার জাতীয় বাজেটে শি অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং অধিকাংশ সরকারই অর্থ

হাজারীবাগে সড়ক দখল কে

আইনের তোয়াক্কা

সড়ক দখল ক
কোরবানির হা

যুগান্তর রিপোর্ট

বিধিবিধানের তোয়াক্কা না রাজধানীর বিভিন্ন এ ইজারাদাররা সড়ক দখল কোরবানির পশুর হাট বসি ফলে মূল হাটের সঙ্গে আশ সড়ক ও অলিগলিতেও জমে পশুর হাট। এসব দিকে দৃ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ঢাকার দু কর্পোরেশনের।

সরেজমিন দেখা গেছে, রাজ হাজারীবাগ পশুর হাটে নির্ধারিত বাইরে আশপাশের সড়ক দখ পশু উঠানো হয়েছে। হাজ খেলার মাঠ থেকে বেড়িবাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে হাটটি। কাউন্সিলর, পুলিশ এবং কর্পোরেশন বিষয়টি দেখলে দেখার ভান করে আছে। এ হাজারীবাগ অস্থায়ী পশুর ব্যবস্থাপক পারভেজ আহমেদ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আমাদের হাজারীবাগ খেলার পশু উঠানোর জন্য বরাদ্দ দিয়েছে ওই মাঠের অর্ধেক অংশে জামাতের জন্য খালি রাখতে কারণে আশপাশের সড়কগুলো উঠাতে বাধ্য হয়েছি আমরা। এ এমনই হয়। পুরান ঢাকার মরহু

■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ১

দেশত্যাগ করে প

নব্য জেএ
দম্পতি

যুগান্তর রিপোর্ট

নব্য জেএমবির সদস্য সন্দেহে গ্রেফতার করেছে এলিট ফোর্স র বলে র‍্যাবের পক্ষ থেকে দাবি নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থেকে ওই সদস্যরা হলেন– পাবনা জেলার শেখের মেয়ে মারজিয়া আক্তার সুলতান মাহমুদ তাপস ওরফে বাঘবাড়ি গ্রামের শহিদুল ইসল নালিতাবাড়ি থানার নিশ্চিন্তপুর গ্র সুলতানা নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থ নব্য জেএমবির দুই দম্পতি আগারগাঁওয়ে র‍্যাব-২-এর কা আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরি কয়েক সদস্য জিহাদের জন্য প্র ১২টার দিকে ফার্মগেটের আনন্দ আমিনুল, শরিফুল ও মারজিয়াকে একটি বাসা থেকে নাহিদ সুলত কিছু জিহাদি বই, প্রচারপত্র, সি মূলত অনলাইনের মাধ্যমে জঙ্গি দম্পতি বিয়ে করেন। মারজিয়া ত